ICT

**গুরুত্বপূর্ন প্রশ্ন সংগ্রহ**

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন - (অধ্যায়- ২)

কমিউনিকেশন সিস্টেমের ধারনা

**প্রশ্ন ১। কমিউনিকেশন সিস্টেম কী?**

উত্তর: একে অপরের সাথে যোগাযোগ করার জন্য তথ্য আদান-প্রদান করার প্রক্রিয়াকে কমিউনিকেশন সিস্টেম বা যোগাযোগ পদ্ধতি বলে।

**প্রশ্ন ২। মাধ্যম বা মিডিয়াম কী?**

উত্তর: ডেটা বা সংকেত একস্থান হতে অন্য স্থানে প্রেরণের জন্য যে উপাদান ব্যবহৃত হয় তাকে মাধ্যম বা মিডিয়াম বলে। যেমন- টেলিফোন লাইন, ফাইবার অপটিক্যাল ক্যাবল, মাইক্রোওয়েভ ইত্যাদি।

**প্রশ্ন ৩। গন্তব্য বা ডেস্টিনেশন কী?**

উত্তর: যে ডিভাইসের উদ্দেশ্যে ডেটা বা সংকেত ট্রান্সমিট করা হয়ে থাকে তাকে গন্তব্য বা ডেস্টিনেশন বলে।

**প্রশ্ন ৪। ব্রডব্যান্ড কী?**

উত্তর: 1Mbps বা তার থেকে উচ্চ গতিসম্পন্ন (যেমন : 1 Gbps) ডেটা আদান-প্রদানের ব্যান্ড/কানেকশনকে ব্রডব্যান্ড বলে।

**প্রশ্ন ৫। ডেটা কমিউনিকেশন কী?**

উত্তর: উৎস (প্রেরণকারী) ও গ্রহণকারীর মধ্যে ডেটা আদান-প্রদানের ব্যবস্থাকে ডেটা কমিউনিকেশন বলে।

**প্রশ্ন ৬। মডুলেশন কী?**

উত্তর: ডিজিটাল সিগনালকে অ্যানালগ সিগনালে রূপান্তর করার পদ্ধতিকে মডুলেশন বলে।

**প্রশ্ন ৭। মডেম কী?**

উত্তর: যে ডিভাইসের সাহায্যে সিগনালের মডুলেশন ও ডিমডুলেশন করা হয় তাকে মডেম বলে।

**প্রশ্ন ৮। নেটওয়ার্ক প্রোটোকল কী?**

উত্তর: দুটি নেটওয়ার্কের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের কিছু নিয়মনীতি রয়েছে। সেই নিয়মনীতিগুলোকে নেটওয়ার্ক প্রোটোকল বলে।

**প্রশ্ন ৯। ডিমডুলেশন কী?**

উত্তর: অ্যানালগ সিগনালকে ডিজিটাল সিগনালে রূপান্তর করার পদ্ধতিকে ডিমডুলেশন বলে।

**প্রশ্ন ১০। ব্যান্ডউইথ কী?**

উত্তর: প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ ডেটা এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয় অর্থাৎ ডেটা স্থানান্তরের হারকে ব্যান্ডউইথ বলে।

**প্রশ্ন ১১। প্রোটোকল কী?**

উত্তর: ডেটা কমিউনিকেশন এর তথ্য আদান-প্রদানের কিছু নিয়মনীতি রয়েছে। সেই নিয়মনীতিগুলোকে প্রোটোকল বলে। যেমনঃ HTTP, FTP, POP ইত্যাদি।

ডেটাট্রান্সমিশন মেথড

**প্রশ্ন ১২। ডেটাট্রান্সমিশন মেথড কী?**

উত্তর: এক ডিভাইস হতে অন্য ডিভাইসে ডেটা বিটের বিন্যাসের মাধ্যমে স্থানান্তরের প্রক্রিয়াই হলো ডেটাট্রান্সমিশন মেথড।

**প্রশ্ন ১৩। প্যারালাল ডেটাট্রান্সমিশন কী?**

উত্তর: যে পদ্ধতিতে এক ডিভাইস হতে অন্য ডিভাইসে বিটগুলো সমান্তরালভাবে স্থানান্তর হয় তাকে প্যারালাল ডেটাট্রান্সমিশন বলে।

**প্রশ্ন ১৪। সিরিয়াল ডেটাট্রান্সমিশন কী?**

উত্তর: যে পদ্ধতিতে এক ডিভাইস হতে অন্য ডিভাইসে বিটগুলো সিরিয়াল অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে স্থানান্তর হয় তাকে সিরিয়াল ডেটাট্রান্সমিশন বলে।

**প্রশ্ন ১৫। অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন কী?**

উত্তর: যে ডেটাট্রান্সমিশন পদ্ধতিতে স্টার্ট বিট ও এন্ড বিট দ্বারা প্রতিটি ডেটা ব্লকের শুরু এবং শেষ নির্দিষ্ট করা থাকে, তাকে অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন। এ পদ্ধতিতে রিসিভার সর্বদা ডেটা রিসিভ করার জন্য প্রস্তুত থাকে।

**প্রশ্ন ১৬। সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন কী?**

উত্তর: নির্দিষ্ট সময় পরপর বিরতিহীন ডেটাট্রান্সমিশন পদ্ধতিকে সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন বলে।

**প্রশ্ন ১৭। আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন কী?**

উত্তর: অ্যাসিনক্রোনাস ও সিনক্রোনাস এর একটিমিশ্রপদ্ধতিই হচ্ছেআইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন।

**ডেটাট্রান্সমিশন মোড**

**প্রশ্ন ১৮। ডেটাট্রান্সমিশন মোড কী?**

উত্তর: দুটি ডিভাইসের মধ্যে তথ্য বা ডেটা প্রবাহের দিক নির্দেশকে ডেটাট্রান্সমিশন মোড বলে।

**প্রশ্ন ১৯। সিমপ্লেক্স মোড কী?**

উত্তর: যে পদ্ধতিতে শুধু একদিকে ডেটা পাঠানো যায় তাকে সিমপ্লেক্স মোড বলে। যেমন- মাউস, কী-বোর্ড ইত্যাদি।

**প্রশ্ন ২০। হাফ-ডুপ্লেক্স মোড কী?**

উত্তর: যে পদ্ধতিতে উভয় দিকে ডেটা আদান-প্রদান করা যায় তাকে হাফ-ডুপ্লেক্স মোড বলে। যেমন— ওয়াকিটকি, ফ্যাক্স, এস.এম.এস প্রেরণ ইত্যাদি হাফ-ডুপ্লেক্স মোডে চলে।

**প্রশ্ন ২১। ফুল ডুপ্লেক্স কী?**

উত্তর: যে পদ্ধতিতে একই সাথে উভয় দিকে ডেটা আদান-প্রদান করা যায় তাকে ফুল-ডুপ্লেক্স মোড বলে। । যেমন- টেলিফোন, মোবাইল ইত্যাদি।

**প্রশ্ন ২২। ইউনিকাস্টমোড কী?**

উত্তর: যে পদ্ধতিতে একটি প্রেরকের কাছ থেকে শুধু একটি গ্রাহকই ডেটা গ্রহণ করতে পারে তাকে ইউনিকাস্ট মোড বলে।

**প্রশ্ন ২৩। ব্রডকাস্টমোড কী?**

উত্তর: যে পদ্ধতিতে একটি প্রেরকের কাছ থেকে নেটওয়ার্কের আওতাধীন সকল গ্রাহকই ডেটা গ্রহণ করতে পারে তাকে ব্রডকাস্ট মোড বলে।

**প্রশ্ন ২৪। মাল্টিকাস্টমোড কী?**

উত্তর: যে পদ্ধতিতে একটি প্রেরকের কাছ থেকে শুধুমাত্র অনুমদিত গ্রাহকগণ ডেটা গ্রহণ করতে পারে তাকে মাল্টিকাস্টমোড বলে।

**তার মাধ্যম**

**প্রশ্ন ২৫। ডেটাকমিউনিকেশন মাধ্যম কী?**

উত্তর: ডেটা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে প্রেরক থেকে গ্রাহক পর্যন্ত যেসব সংযোগ স্থাপন করা হয় তাই ডেটাকমিউনিকেশন মাধ্যম বা চ্যানেল।

**প্রশ্ন ২৬। টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল কী?**

উত্তর: দুটি তামার তারকে পরস্পর প্যাচিয়ে যে ক্যাবল তৈরি করা হয় তাই টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল। এতে সাধারনত ৪ জোড়া তার থাকে।

**প্রশ্ন \*। টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল কত প্রকার?**

উত্তর: দুই প্রকার। UTP ও STP

**প্রশ্ন ২৭। ফাইবার অপটিক্যাল ক্যাবল কী?**

উত্তর: বিশেষভাবে পরিশুদ্ধ কাচ দিয়ে তৈরি অত্যন্ত সূক্ষ্ম তার যার মধ্যে আলোর পূর্ণআভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে ডেটা আদান-প্রদান করা হয় তাই ফাইবার অপটিক্যাল ক্যাবল।

**প্রশ্ন ২৮। কো-এক্সিয়েল ক্যাবল কী?**

উত্তর: কো-এক্সিয়েল ক্যাবল মূলত তামা বা কপার-নির্মিত তিন স্তর বিশিষ্ট তারের ক্যাবল।

**প্রশ্ন ২৯। থিননেট ক্যাবল কী?**

উত্তর: সিননেট ক্যাবল হলো হালকা ও নমনীয় তার। এটি 10BASE-2 নামেও পরিচিত।:

**প্রশ্ন ৩০। থিকনেট ক্যাবল কী?**

উত্তর: থিকনেট ক্যাবল হলো ভারী ও নন-ফ্লেক্সিবল ক্যাবল। এটি 10BASE-5 নামেও পরিচিত।

**প্রশ্ন ৩১। ফাইবার অপটিক্যাল ক্যাবল এর গঠনের স্তর কী কী?**

উত্তর: কোর, ক্লাডিং, কোটিং, জ্যাকেট।

**প্রশ্ন ৩১। সিঙ্গেল মোড ফাইবার কী?**

উত্তর: ফাইবারের কোরের ব্যাস যখন ৪ থেকে 12 মাইক্রন হয় তখন সেটিকে সিঙ্গেল মোড ফাইবার বলা হয়।

**প্রশ্ন ৩১। মাল্টিমোড ফাইবার কী?**

উত্তর: ফাইবারের কোরের ব্যাস যখন 50 থেকে 62.5 মাইক্রন হয় তখন সেটিকে মাল্টিমোড ফাইবার বলা হয়।

**প্রশ্ন ৩২। কোর কী?**

উত্তর: ফাইবার অপটিক ক্যাবলের কেন্দ্রের যে অংশ দিয়ে আলোর প্রতিফলনের মাধ্যমে ডাটা আদান-প্রদান করা হয় সেই অংশই হলো কোর।

অথবা, ফাইবার অপটিক ক্যাবলের কেন্দ্রের যে অংশের প্রতিসরণাংক সবচেয়ে বেশি সেই অংশই হলো কোর।

**প্রশ্ন ৩৩। ক্ল্যাড কী?**

উত্তর: ফাইবার অপটিক ক্যাবলের কেন্দ্রের যে অংশের প্রতিসরণাংক কম সেই অংশই হলো ক্ল্যাড।

**তারবিহীন মাধ্যম**

**প্রশ্ন ৩৪। তারবিহীন মাধ্যম কী?**

উত্তর: কোনো ধরনের মাধ্যম ছাড়া যখন প্রেরক ও গ্রাহকযন্ত্রের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করা হয় সেটিই তারবিহীন মাধ্যম বা ওয়্যারলেস মিডিয়াম।

**প্রশ্ন ৩৫। রেডিও ওয়েভ কী?**

উত্তর: রেডিও ওয়েভ হলো ৩ কিলোহার্টজ থেকে ৩০০ গিগাহার্টজের মধ্যে সীমিত ইলেকট্রোম্যগনেটিক স্পেকট্রাম ।

**প্রশ্ন ৩৬। মাইক্রোওয়েভ কী?**

উত্তর: রেডিও ওয়েভ হলো ১ গিগাহার্টজ হতে ১০০ গিগাহার্টজের মধ্যে সীমিত ইলেকট্রোম্যগনেটিক স্পেকট্রাম।

**প্রশ্ন ৩৭। স্যাটেলাইট কী?**

উত্তর: স্যাটেলাইট হলো কৃত্রিম উপগ্রহ, যা ভ-পৃষ্ঠহতে ৩৬,০০০ কি. মি. উর্ধ্বাকাশে স্থাপন করা হয় ফলে পৃথিবীর অক্ষে ঘূর্ণনের সমান গতিতে পৃথিবীকে পরিক্রমণ করতে পারে।

**প্রশ্ন ৩৮। WiMax কী?**

উত্তর: WiFi থেকে অধিক দূরত্বে (max 50km) ডেটা আদান-প্রদান করার টেকনলজিকে WiMax বলে।

**পুশ ৩৯। ব্লুটুথ কী?**

উত্তর: ব্লুটুথ হচ্ছে এমন একটি টেকনলজি যা স্বল্পদূরত্বের মধ্যে তার-বিহীনভাবে দুটি ডিভাইসের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান করে থাকে।

**প্রশ্ন ৪০। ইনফ্রারেড কী?**

উত্তর: 300 GHz হতে 430 THz পর্যন্ত ফ্রিকোয়েন্সিকে ইনফ্রারেড বলে।

**প্রশ্ন ৪১। হটস্পট কী?**

উত্তর: হটস্পট এক ধরনের ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক একসেস পয়েন্ট; যা দ্বারা মোবাইলফোন, স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, পিডিএ, ট্যাব, নোটবুক ইত্যাদিতে ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা করা যায়।

প্রশ্ন ৪২। ট্রান্সপোন্ডার কী?

উত্তর: রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি বা ডাটা বিনিময় করার জন্য স্যাটেলাইটে যে ডিভাইস ব্যবহার করা হয় তাকে ট্রান্সপন্ডার বলে।

প্রশ্ন ৪৩। Wi-Fi কী?

উত্তর: ওয়াই-ফাই হলো এমন একটি টেকনলজি যা ব্যবহার করে মোবাইল/ কম্পিউটারে তারবিহীন উচ্চ গতির ইন্টারনেট সুবিধা পাওয়া যায়। এতে উচ্চগতির রেডিও ওয়েভ ব্যবহৃত হয়।

**প্রশ্ন ৪৪। পিকোনেট কী?**

উত্তর: ব্লু-টুথ প্রযুক্তির সাহায্যে যে নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয় তাকে পিকোনেট বলে।

**প্রশ্ন ৪৪। স্ক্যাটারনেট কী?**

উত্তর: দুইটি পিকোনেট পাশাপাশি যে নেটওয়ার্ক তৈরি করে তাকে স্ক্যাটারনেট বলে।

**মোবাইল যোগাযোগ**

**প্রশ্ন ৪৫। মোবাইল যোগাযোগ কী?**

উত্তর: চলমান বা স্থিরবস্থায় দুটি ডিভাইসের মধ্যে তার বিহীন যোগাযোগই হচ্ছে মোবাইল যোগাযোগ।

**প্রশ্ন ৪৬। wwww এর পূর্ণরূপ কী?**

উত্তর: wwww এর পূর্ণরূপ হলো— World Wide Wireless Web.

**প্রশ্ন \*। সেলুলার ফোন কী?**

উত্তর: সেলুলার ফোন এক বিশেষ ধরনের ফোন যা ঐ সেলের আওতায় স্থাপিত ট্রান্সমিটারের(টাওয়ার) সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে কাজ করে।

বিঃদ্রঃ ট্রান্সমিটারের কভারেজ স্প্যানকে সেল বলা হয়।

**প্রশ্ন ৪৭। রোমিং কী?**

উত্তর: নিজস্ব নেটয়ার্ক কভারেজ এরিয়ার বাইরে গিয়েও অনবরত ডেটা সার্ভিস পাওয়াকে রোমিং বলা হয়।

**প্রশ্ন ৪৮। GSM কী?**

উত্তর: GSM বা Global System for Mobile Communication হলো জনপ্রিয় মোবাইল টেলিফোনি সিস্টেম।

**প্রশ্ন ৪৯। CDMA কী?**

উত্তর: CDMA একটি ডিজিটাল সেলুলার প্রযুক্তি (চ্যানেল অ্যাকসেস মেথড) যা বিভিন্ন রেডিও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে।

**কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং**

**প্রশ্ন ৫০। পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক কী?**

উত্তর: ব্যক্তিগত বিভিন্ন ডিভাইস গুলো মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে যে নেটওয়ার্ক তৈরি হয়, তাই পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা PAN ।

**প্রশ্ন \*। লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক কী?**

উত্তর: একটি নির্দিষ্ট ভবনের একই তলায় অথবা একই ভবনের কাছাকাছি বিভিন্ন ডিভাইস গুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে যে নেটওয়ার্ক গড়ে তৈরি হয়, তাই লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা LAN ।

**প্রশ্ন ৫১। মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক কী?**

উত্তর: কতকগুলো LAN নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে একটি শহর বা ছোট অঞল জুড়ে যে নেটওয়ার্ক তৈরি করে তাকে মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক বা MAN বলে।

**প্রশ্ন \*। ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক কী?**

উত্তর: কতকগুলো PAN, LAN ও MAN বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থান করে যে নেটওয়ার্ক তৈরি করে তাকে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক বা WAN বলে।

**প্রশ্ন ৫২। ক্লায়েন্ট-সার্ভার নেটওয়ার্ক কী?**

উত্তর: একাধিক ক্লায়েন্ট ও একটি কেন্দ্রীয় সার্ভারের সমন্বয়ে গঠিত নেটওয়ার্ক হলো ক্লায়েন্ট-সার্ভার নেটওয়ার্ক।

**প্রশ্ন ৫৩। পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্ক কী?**

উত্তর: কোন সার্ভার ছাড়া একাধিক ক্লায়েন্ট/কম্পিউটার পরস্পর যুক্ত হয়ে যে নেটওয়ার্ক তৈরি করে পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্ক বলে।

**প্রশ্ন ৫৪। হাইব্রিড নেটওয়ার্ক কী?**

উত্তর: পিয়ার-টু-পিয়ার ও ক্লায়েন্ট-সার্ভার নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে গঠিত নেটওয়ার্ক হলো হাইব্রিড নেটওয়ার্ক।

**প্রশ্ন ৫৫। পাবলিক নেটওয়ার্ক কী?**

উত্তর: যে নেটওয়ার্কে ব্যবহারকারীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত নয় এবং যেকোনো সময় যেকেনো কম্পিউটার নেটওয়ার্কে সংযুক্ত হতে পারে, তাকে পাবলিক নেটওয়ার্ক বলে।

**প্রশ্ন ৫৬। প্রাইভেট নেটওয়ার্ক কী?**

উত্তর: যে নেটওয়ার্কে ব্যবহারকারীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত এবং কোনো কম্পিউটারকে নেটওয়ার্কে যুক্ত করতে কর্তৃপক্ষের অনুমতির প্রয়োজন হয়, তাই প্রাইভেট নেটওয়ার্ক।

**প্রশ্ন ৫৭। কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কী?**

উত্তর: তথ্য আদান-প্রদানের জন্য দুই বা ততোধিক কম্পিউটারের মধ্যে সংযোগ ব্যবস্থাকে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বলে।

**প্রশ্ন ৫৮। PAN কী?**

উত্তর: ব্যক্তিগত বিভিন্ন ডিভাইস গুলো মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে যে নেটওয়ার্ক তৈরি হয়, তাই পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা PAN ।

**নেটওয়ার্ক ডিভাইস**

**প্রশ্ন ৫৯। হাব কী?**

উত্তর: হাব একটি নেটওয়ার্ক ডিভাইস যা ডেটাকে নেটওয়ার্কের সকল ডিভাইসে (ব্রডকাস্ট করে বা) পাঠিয়ে দেয়।

**প্রশ্ন ৬০। রাউটার কী?**

উত্তর: একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে অন্য কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্ট করতে যে নেটওয়ার্ক ডিভাইস ব্যবহৃত হয় তাকে রাউটার বলে।

**প্রশ্ন ৬১। NIC কী?**

উত্তর: NIC হলো এক ধরনের প্লাগ-ইন-কার্ড, যা কম্পিউটার বা অন্য কোনো ডিভাইসকে নেটওয়ার্কে যুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

**প্রশ্ন ৬২। সুইচ কী?**

উত্তর: সুইচ একটি নেটওয়ার্ক ডিভাইস যা ডেটাকে নেটওয়ার্কের সকল ডিভাইসে না পাঠিয়ে টার্গেট ডিভাইসে পাঠিয়ে দেয়।

**প্রশ্ন ৬৩। গেটওয়ে কী?**

উত্তর: ভিন্নধর্মী প্রটোকল বিশিষ্ট নেটওয়ার্কের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য যে ডিভাইস ব্যবহৃত হয় সেটিই হচ্ছে গেটওয়ে।

**প্রশ্ন ৬৪। ব্রিজ কী?**

উত্তর: একাধিক ল্যানের ভেতর সংযোগ স্থাপনের জন্য ব্যবহৃত নেটওয়ার্ক ডিভাইসকে ব্রিজ বলে।

**প্রশ্ন ৬৫। রিপিটার কী?**

উত্তর: দুর্বল সিগন্যালকে শক্তিশালী করার জন্য যে নেটওয়ার্ক ডিভাইস ব্যবহৃত হয় তাকে রিপিটার বলে।

**নেটওয়ার্ক টপোলজি**

**প্রশ্ন ৬৬। নেটওয়ার্ক টপোলজি কী?**

উত্তর: কোনো নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত কম্পিউটার সমূহ একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকার কৌশলকেই নেটওয়ার্ক টপোলজি (Network Topology) বলা হয়।

**প্রশ্ন ৬৭। বাস টপোলজি কী?**

উত্তর: যে টপোলজিতে একটি মূল তারের সাথে সবকটি কম্পিউটার সংযুক্ত থাকে তাকে বাস টপোলজি বলা হয়।

**প্রশ্ন ৬৮। রিং টপোলজি কী?**

উত্তর: যে টপোলজিতে প্রতিটি কম্পিউটার তার পার্শ্ববর্তী কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত থাকে এবং রিংয়ের সর্বশেষ কম্পিউটারটি প্রথম কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত থাকে তাকে রিং টপোলজি বলে।

**প্রশ্ন ৬৯। স্টার টপোলজি কী?**

উত্তর: যে টপোলজিতে একটি কেন্দ্রীয় হোস্ট কম্পিউটারের সাথে অন্যান্য সকল কম্পিউটার সংযুক্ত থাকে তাকে স্টার টপোলজি বলে।

**প্রশ্ন ৭০। ট্রি টপোলজি কী?**

উত্তর: যে টপোলজিতে কম্পিউটারগুলো পরস্পরের সাথে গাছের শাখা-প্রশাখার ন্যায় যুক্ত থাকে তাকে ট্রি টপোলজি বলে।

**প্রশ্ন ৭১। হাইব্রিড টপোলজি কী?**

উত্তর: স্টার, রিং, বাস, মেশ প্রভৃতি নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে যে নেটওয়ার্ক গঠিত হয় তাই হাইব্রিড টপোলজি।

**প্রশ্ন ৭২। টপোলজি কী?**

উত্তর: কোনো নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত কম্পিউটার সমূহ একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকার কৌশলকেই নেটওয়ার্ক টপোলজি (Network Topology) বলা হয়।

**প্রশ্ন ৭৩। মেশ টপোলজি কী?**

উত্তর: যে টপোলজিতে প্রত্যেকটি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এর অন্যান্য সকল কম্পিউটারের সাথে সরাসরি যুক্ত থাকে, তাকে মেশ টপোলজি বলে।

ক্লাউড কম্পিউটিং

প্রশ্ন ৭৪। প্রাইভেট ক্লাউড কী?

উত্তর: যেক্লাউড একক প্রতিষ্ঠান নিজস্বমালিকানাও ব্যবস্মাপনায়কিংবাথার্ডপার্টির ব্যবস্থাপনায়পরিচালিত হয়, যাতেঅভ্যন্তরীণ বাবাহ্যিকভাবেপ্রতিষ্ঠিত হতেপারেএ ধরনের ক্লাউডই প্রাইভেট ক্লাউড।

প্রশ্ন ৭৫। পাবলিক ক্লাউড কী?

উত্তর: ইন্টারনেটের মাধ্যমেসংযুক্তসকলের বিনামূল্যেবাস্বল্পব্যয়েব্যবহারের জন্যউন্মুক্তঅ্যাপ্লিকেশন, স্টোরেজ এবংঅন্যান্যরিসাের্সইত্যাদির সার্ভিস যুক্তক্লাউডই পাবলিক ক্লাউড।

প্রশ্ন ৭৬। হাইব্রিড ক্লাউডকী?

উত্তর: দুই বাততোধিক ধরনের ক্লাউড (প্রাইভেট, পাবলিক বাকমিউনিটি) এর সংমিশ্রণই হলোহাইব্রিডক্লাউড ।

প্রশ্ন ৭৭। Cloud computing কী?

উত্তর: নিজস্বছোট্টকম্পিউটারেইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমেএকটিবিশালাকার কম্পিউটার ভাড়াকরেযথেচ্ছাব্যবহার এবংযাবতীয়গুরুত্বপূর্ণতথ্যসেই কম্পিউটারেসংরক্ষণের ধারণাটিহলোক্লাউডকম্পিউটিং।